৭ যীশু আরোগ্যদাতা ও বাপ্তিস্মদাতা

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

যীশু স্বর্গীয় চিকিৎসক।

দেহ ও আত্মার আরোগ্যদাতা।

এখনও তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মদাতা।

প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা।

যীশু স্বর্গীয় চিকিৎসক

সুসমাচারে আমরা যীশুকে মহান চিকিৎসক, দেহ ও আত্মার আরোগ্যদাতা রূপে দেখতে পাই। তাঁর উপরে বিশ্বাসী লোকদের সাথে আলাপ করে আমরা জানতে পারি যে, যীশু আজও একই ভবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেহ ও আত্মার আরোগ্যদাতা ঃ

চিকিৎসক বলতে কাকে বুঝায় ? তার কাজ কি ? যীশু যে আমাদের স্বর্গীয় চিকিৎসক, এই প্রশ্ন দুটির উত্তর আলোচনা করলে আমরা তা বুঝতে পারব। একজন ভাল চিকিৎসক ঃ

১। রোগীদের সহায্য করতে ও সুস্থ করতে চান

২। রোগ চিকিৎসা করবার যোগ্যতা রাখেন এবং তা করতে প্রস্তুত থাকেন।

৩। রোগীদের পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা করেন।

৪। রোগীর রোগ নির্ণয় করেন।

৫। উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র দেন।

৬। রোগীর সম্মতিক্রমে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেন।

এই ছয়টি বিষয় কি যীশুর সম্বন্ধে সত্য ? হাঁ, নিশ্চয়ই। এদের প্রত্যেকটিই যীশুর বেলায় সত্য। তিনি দেখিয়েছেন যে, যারা দৈহিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ, তাদের জন্য তিনি চিন্তা করেন ও যত্ন নেন। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের সমস্যা জানবার জন্য তাঁকে এক্স-রে রিপোর্ট দেখতে হয়না। তিনি আমাদের জানেন ও আমাদের প্রয়োজন বুঝেন। তিনিই আমাদের নির্মাণ করেছেন বা তৈরী করেছেন। দেহ বা মনের কোন অংশ ঠিক মত কাজ না করলে, সহজেই তিনি সেটা মেরামত করতে পারেন।

আরোগ্য সাধন (রোগ ভাল করা) ও পরিত্রাণ, এই উভয়ই ছিল ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুর কাজের অভিন্ন অংশ। আসলে বাইবেলে 'পরিত্রাণ' কথাটির দ্বারা রোগ মুক্ত দেহ এবং আত্মার মুক্তি ও নিরাপত্তা এই উভয়ই বুঝানো হয়েছে।

মথি ৪ : ২৩, ২৪ গালীল প্রদেশের সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে যিহূদীদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ঘরে যীশু শিক্ষা দিতে লাগলেন। এছাড়া তিনি স্বর্গ রাজ্যের সুখবর প্রচার করতে এবং লোকদের সব রকম রোগ ভাল করতে লাগলেন। সমস্ত সিরিয়া দেশে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল। যে সব লোকেরা নানা রকম রোগে ভীষণ যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছিল, যাদের মন্দ আত্মায় ধরেছিল এবং যারা মৃগী ও অবশ রোগে ভুগছিল, লোকেরা তাদের যীশুর কাছে আনল। তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন।

মথি ৮ : ১৭ এসব ঘটলো যাতে ভাববাদী যিশাইয়ের মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়–"তিনি আমাদের সমস্ত দুর্বলতা তুলে নিলেন, আর আমাদের রোগ দূর করলেন।"

অন্ধ, খোড়া, অসুস্থ, এবং যাদের মন ভয়, সন্দেহ ও ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, যারাই সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে আসত, যীশু তাদের সবাইকে সুস্থ করতেন। আমাদের স্বর্গীয় চিকিৎসক দেহ, মন, আবেগ ও আত্মা নিয়ে গঠিত পূর্ণ ব্যক্তিকে সুস্থ করতে এসেছিলেন। তিনি চান আমরা যেন জীবনকে এর সার্বিক পূর্ণতায় ভোগ করতে পারি।

যোহন ১০ : ১০ 'আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।"

আজও তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন

যীশু আজও সেই মহান চিকিৎসকই রয়েছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের পাঠিয়েছেন যেন, তারা তাঁর নামে রোগ ভাল করেন। মানুষ রূপে পৃথিবীতে থাকাকালে যীশু নিজে যা করেছেন, এখন তিনি প্রার্থনার উত্তর দিয়ে এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সেই কাজ করেন। যীশু আজও একই রকম আছেন। হাজার হাজার লোক আপনাকে সাক্ষ্য দিতে পারেন, কিভাবে প্রার্থনার উত্তরে যীশু তাদের রোগ ভাল করেছেন।

মার্ক ১৬ : ১৭, ১৮, ২০ "যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে–আমার নামে তারা মন্দ আত্মা ছাড়াবে–তারা রোগীদের গায়ে হাত দিলে রোগীরা ভাল হবে।" শিষ্যেরা গিয়ে সব জায়গায় প্রচার করতে লাগলেন। প্রভু তাদের মধ্য দিয়ে তাদের সংগে কাজ করতে থাকলেন এবং তাদের আশ্চর্য কাজ করবার শক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তারা যা প্রচার করছেন তা সত্যি।

ইব্রীয় ১৩ : ৮ যীশু খ্রীষ্ট কালকে যেমন ছিলেন, আজকেও তেমনি আছেন এবং চিরকাল তেমনি থাকবেন।

যাকোব ৫ : ১৪, ১৫ কেউ কি অসুস্থ ? সে মন্ডলীর প্রধান নেতাদের ডাকুক। তাঁরা প্রভুর নামে তার মাথায় তেল দিয়ে তার জন্য

প্রার্থনা করুন। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা সেই অসুস্থ লোককে সুস্থ করবে। প্রভুই তাকে ভাল করবেন। সে যদি পাপ করে থাকে তবে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মদাতা

প্রতিশ্রুতি :

পুরাতন নিয়মে আমরা ঈশ্বরের প্রজাদের এমন অনেক নেতা, যেমন ভাববাদী, যাজক, এবং শাসনকর্তার বিবরণ পাই যারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাজের জন্য পৃথক করে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের মাথায় তেল ঢেলে অভিষেক করা হত। তেল ছিল বাইরের চিহ্ন। ঈশ্বর তাদের যে কাজে ব্যবহার করতে চান, পবিত্র আত্মা বর্ষণের মাধ্যমে তারা সেই কাজের জন্য শক্তি লাভ করতেন। আর এই পবিত্র আত্মা বর্ষণের জন্য তারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই উপর নির্ভর করতেন।

একদিন ঈশ্বর যোয়েল ভাববাদীকে এক আশ্চর্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন এক সময় আসবে যখন ঈশ্বর কেবল নেতাদের উপর নয়, কিন্তু তাঁর সব লোকদের উপরেই পবিত্র আত্মা বর্ষণ করবেন।

যোয়েল ২ : ২৮-২৯ আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্যমাত্রের (প্রত্যেক মানুষের) উপরে আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্র-কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে ; তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে ; আর তৎকালে আমি দাস দাসীদিগেরও উপরে আমার আত্মা সেচন করিব।

এর কয়েক শত বছর পরে ঈশ্বর বাপ্তাইজকারী যোহনকে বলেন যে, মশীহ এসে লোকদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করবেন। ঈশ্বর যোহনকে এক বিশেষ দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন যেন, তিনি মশীহের আসবার পথ প্রস্তুত করেন এবং লোকদের কাছে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেন। যোহনের প্রচার শুনবার জন্য অসংখ্য মানুষের ভীড় হত। এদের অনেককেই যোহন জলের বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। তারা যে-পাপ থেকে মন ফিরিয়েছে, এবং এখন তারা যে ঈশ্বরের লোক এই বাপ্তিস্ম ছিল তারই চিহ্ন।

মথি ৩ : ১১ "মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি। কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি.....পবিত্র আত্মা ও আগুণে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।"

অল্প কাল পরেই যোহন লোকদের কাছে যীশুর পরিচয় প্রকাশ করেন। যীশু ও তাঁর কাজ বর্ণনার জন্য তিনি চারটি কথা বা বর্ণনা ব্যবহার করেছেন।

১। ঈশ্বরের মেষশাবক।

২। আমার চেয়ে মহান।

৩। যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন।

৪। ঈশ্বরের পুত্র

যোহন ১ : ২৯, ৩০, ৩২-৩৪ "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দুর করেন। ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পরে একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।".....আমি পবিত্র আত্মাকে পায়রার মত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপরে থাকতে দেখেছি। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, 'যাঁর উপরে পবিত্র আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই, যিনি পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম দেবেন।' আমি তা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

লোকদের মাঝে যীশুর সাড়ে তিন বছরের কর্মজীবনে তাঁর শিষ্যদের মনে নিশ্চয়ই অনেকবার প্রশ্ন জেগেছে, কবে তিনি তাদের পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম দেবেন। যীশু এই অভিজ্ঞতাটিকে "পিতার প্রতিশ্রুতি" বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মদাতা হওয়ার আগে প্রথমে তাঁকে ঈশ্বরের মেষ-শিশু হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁকে মরতে হবে, পুনরায় মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে এবং স্বর্গে ফিরে যেতে হবে। তার পরই তিনি পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেবেন। যীশুর মৃত্যুর

আগের রাতে তিনি পবিত্র আত্মা ও তাঁর কাজ সম্পর্কে অনেক বিষয় তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন।

যোহন ১৪ : ১৬, ২৬ ; ১৫ : ২৬ ; ১৬ : ৭, ১৩ "আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা। সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয় তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি, সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন। সে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন, তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা ; যিনি পিতা থেকে বের হন। আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন।"

যীশুর পুনরুত্থানের পর তাঁর যাওয়ার ঠিক আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন :

১। প্রথমে তাদেরকে পবিত্র আত্মা ও তাঁর শক্তি লাভ করতে হবে যেন তারা তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করতে পারে।

২। তারপরে সব জায়গার সব লোকের কাছে যীশু ও তাঁর পরিত্রাণের সুখবর বলতে হবে।

প্রেরিত ১ : ৪, ৫, ৮ "আমার পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ, তার জন্য অপেক্ষা কর। যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরূশালেম, সারা

যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।"

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা ঃ

যীশু স্বর্গে যাওয়ার ঠিক আগে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তারা পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হবে। তারা যিরূশালেমে ফিরে গিয়ে এই জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশ দিন পরে পঞ্চাশত্তমীর দিনে এই ঘটনা ঘটল। যীশু তাদের (১২০ জন বিশ্বাসী) পবিত্র আত্মায় ও আগুণে বাপ্তাইজিত করলেন। আর তারা যীশুর প্রতিশ্রুতি মত তাঁর সাক্ষী হওয়ার শক্তি লাভ করলেন।

প্রেরিত ২ ঃ১-৭, ১১ এর কিছুদিন পরে পঞ্চাশত্তমীর পর্বের দিন শিষ্যেরা এক জায়গায় মিলিত হলেন। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে জোর বাতাসের শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে ঘরে তাঁরা ছিলেন, সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল। শিষ্যেরা দেখলেন, আগুনের জিভের মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাদের প্রত্যেকের উপর এসে বসল। তাতে তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হলেন এবং সেই আত্মার দেওয়া শক্তি অনুসারেই তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

সেই সময় জগতের নানা দেশ থেকে ঈশ্বর ভক্ত যিহূদী লোকেরা এসে যিরূশালেমে বাস করছিলেন। তাঁরা সেই শব্দ শুনলেন এবং অনেকেই সেখানে জড় হলেন। নিজ নিজ দেশের ভাষায় শিষ্যদের কথা বলতে শুনে সেই লোকেরা যেন বুদ্ধিহারা হয়ে গেলেন। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এই যে লোকের কথা বলছে, এরা কি সবাই গালীলের লোক নয় ?..... আমরা সকলেই তো আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহৎ কাজের কথা ওদের বলতে শুনছি।"

পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ পিতর তখন সমবেত লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বললেন ঃ তাঁরা যা ঘটতে দেখছেন তার মাধ্যমে ঈশ্বর যোয়েলের ভাববাণী পূর্ণ করেছেন। তারা যীশুকে অগ্রাহ্য করেছিল ও ক্রুশে দিয়ে বধ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন। যীশু স্বর্গে গিয়ে তাঁর

শিষ্যদের জন্য পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হল যে, যীশুই মশীহ।

প্রেরিত ২ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৬ "ঈশ্বর সেই যীশুকেই জীবিত করে তুলেছেন, আর আমরা সবাই তার সাক্ষী। ঈশ্বরের ডান দিকে বসবার গৌরব তাঁকেই দান করা হয়েছে এবং প্রতিজ্ঞা করা পবিত্র আত্মাকে তিনিই পিতা ঈশ্বরের কাছে থেকে পেয়েছেন ; আর এখন আপনারা যা দেখছেন ও শুনতে পাচ্ছেন তা যীশুই দিয়েছেন।.....যাঁকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, ঈশ্বর সেই যীশুকেই প্রভু এবং মশীহ এ দুই'ই করেছেন।"

আপনার কি মনে হয়, লোকেরা তখন যোহনের এই কথাগুলি স্মরণ করেছিল যে, যীশু লোকদের পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করবেন ? যোহনের বার্তা সত্য ছিল। যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, প্রতিশ্রুত মশীহ। কিন্তু তারা যীশুর উপরে বিশ্বাস করেনি। তাদের অবিশ্বাসের জন্য তাঁকে ক্রুশে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ঈশ্বর কি তাদের ক্ষমা করতে পারতেন ?

প্রেরিত ২ ঃ ৩৭-৩৯, ৪১ এই কথা শুনে লোকেরা মনে আঘাত পেল। তারা পিতর ও অন্য প্রেরিতদের জিজ্ঞাসা করল, "ভাইয়েরা আমরা কি করব ?" উত্তরে পিতর বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে পাপের ক্ষমা পাবার জন্য পাপ থেকে মন ফিরান এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন। আপনারা দান হিসাবে পবিত্র আত্মাকে পাবেন। আপনাদের জন্য, আপনাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য এবং যারা দূরে আছে, এক কথায় আমাদের প্রভু ঈশ্বর তাঁর নিজের লোক হবার জন্য যাদের ডাকবেন, তাদের সকলের জন্যই এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।" যারা তার কথা বিশ্বাস করল, তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং শিষ্যদের দলের সংগে সেদিন ঈশ্বর প্রায় তিন হাজার লোককে যুক্ত করলেন।

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ বিশ্বাসীরা কিভাবে সব জায়গায় যীশুর সাক্ষ্য বহন করেছেন, এর পরে প্রেরিতদের কার্য বিবরণ বইটিতে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

যীশু কি আজও পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন ? নিশ্চয়ই । অতীতের চেয়ে এখন আরও ব্যাপক ভাবে যোয়েলের ভাববাণী পূর্ণ হচ্ছে । সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পঞ্চাশত্তমীর অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ করেছে । অনেক মণ্ডলীতেই যীশু আজ নূতন জীবন ও শক্তি দান করছেন । একে আমরা **আত্মিক জাগরণ** বলে থাকি । কারণ একটি দান হিসাবে পবিত্র আত্মা আসেন এবং সেই সঙ্গে আত্মিক ক্ষমতার অনেক অনুগ্রহ দান দেন ।

যীশু আপনার ত্রাণকর্তা, আরোগ্যদাতা এবং বাপ্তিস্মদাতা হতে চান । আপনার প্রয়োজনগুলি তাঁকে বলুন । নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে সঁপে দিন । তিনি এখনই আপনার প্রয়োজন মেটাবেন ।